গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়
প্রশাসন অনুবিভাগ

খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতি

১. বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)-এর সেচ স্কিমভুক্ত খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে আউশ আবাদকারী কৃষক নির্বাচন, অগ্রাধিকার তালিকা প্রস্তুত ও অনুমোদন, সেচ প্রণোদনা বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে উপজেলা সেচ কমিটির মাধ্যমে সেচে প্রণোদনা কার্যক্রমের নীতিমালা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে;

২. শুধুমাত্র বিএডিসি'র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এবং নিয়ন্ত্রণাধীন পরিচালিত সেচ স্কিমের কৃষকগণ এ প্রণোদনার আওতাভূক্ত হবেন;

৩. সেচ প্রণোদনা কর্মসূচি প্রাপ্তির পর দ্রুত বিএডিসি'র সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী স্কিমের কৃষকদের তালিকা প্রণয়ন করে উপজেলা সেচ কমিটির অনুমোদন নিয়ে সহকারী প্রকৌশলী'র মাধ্যমে নির্বাহী প্রকৌশলী বরাবর প্রেরণ করবেন;

৪. নির্বাহী প্রকৌশলী আউশ মৌসুমে সেচে প্রণোদনার বিষয়টি উপজেলাভিত্তিক বরাদ্দের পরিমাণ পত্রের মাধমে জেলা সেচ কমিটি'র সভাপতি'কে অবহিত করবেন;

৫. কৃষকের তালিকা প্রাপ্তির পর নির্বাহী প্রকৌশলী প্রণোদনার বরাদ্দকৃত অর্থ হতে আনুষাঙ্গিক খরচ ব্যতিত প্রত্যেক কৃষকের ব্যাংক হিসাবে সেচ খরচ বাবদ অর্থ ছাড় করবেন। যাদের ব্যাংক হিসাব নাই তারা ১০/- টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার আওতায় ব্যাংক হিসাব খুলবেন। কোন অবস্থাতেই নগদে অর্থ পরিশোধ করা যাবে না;

৬. প্রতি কৃষক সেচ খরচ বাবদ ফসলের জন্য সেচে প্রণোদনা হিসেবে একর প্রতি ১০০০/- (এক হাজার) টাকা পাবেন। আংশিক জমির ক্ষেত্রে প্রণোদনার পরিমাণ আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হবে;

৭. প্রণোদনা প্রাপ্ত কৃষককে অবশ্যই নির্ধারিত পরিমাণ জমিতে আউশ ফসল আবাদ করতে হবে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮. সংশ্লিষ্ট উপ-সহকারী প্রকৌশলী উপজেলা সেচ কমিটির মাধ্যমে মনোনীত প্রত্যেক কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবিযুক্ত কৃষি উপকরণ কার্ডের ভর্তুকি অংশে যথাযথভাবে উপকরণের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করে যথারীতি মাস্টার রোল তৈরি করবেন। মাস্টার রোলে অবশ্যই সেচ প্রণোদনা গ্রহণকারী কৃষকের স্ট্যাম্প সাইজের ছবি ও জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর উল্লেখ করতে হবে এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের ফটোকপি সংযুক্ত করতে হবে;

৯. কোন অবস্থাতেই প্রকৃত তালিকাভুক্ত কৃষক ছাড়া অন্য কাউকে সেচ প্রণোদনার অর্থ প্রদান করা যাবে না। ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ করার পর অর্থ স্থানান্তরের প্রমাণক/প্রাপ্তি স্বীকারপত্র মাস্টার রোলের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কৃষকের তালিকা সম্বলিত মাস্টার রোল, বিল ভাউচার সমন্বয় করবেন;

১০. সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী সেচ প্রণোদনা প্রাপ্তির স্কিমভিত্তিক কৃষকের তালিকা রেজিস্টার সংরক্ষণ করবেন। মাস্টার রোল সহ যাবতীয় হিসাবাদি ১ কপি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, ১ কপি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) এবং ১ কপি প্রধান প্রকৌশলী (ক্ষুদ্রসেচ) বরাবর প্রেরণ করবেন;

১১. সেচ প্রণোদনা কর্মসূচির টাকা বিতরণের ক্ষেত্রে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবেন।

মোঃ আরিফুর রহমান অপু
অতিরিক্ত সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কৃষি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়

নং- ১২. ০০. ০০০০. ০২২. ৩৬. ১০৩.২০. ১৭০

তারিখঃ ০৫/০২/১৪২৭ ব:
১৯/০৫/২০২০ খ্রি:

প্রাপকঃ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা
কৃষি মন্ত্রণালয়, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

বিষয়ঃ খরিপ-১/২০১৯-২০ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রণোদনা কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়নের অনুকূলে ৬.০০ কোটি টাকা ছাড়ে সরকারি আদেশ জারি সংক্রান্ত।

সূত্রঃ অর্থ বিভাগের স্মারক নং- ০৭.০০.০০০০.১২০.০১৫.০২৬.২০১৯.৭০৪, তারিখঃ ১৯/০৪/২০২০

মহোদয়

আমি আদ্দিষ্ট হয়ে জানাচ্ছি যে, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ হতে খরিপ- ১ মৌসুমে আউশের আবাদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৬০০. ০০ লক্ষ টাকার সেচ প্রণোদনা প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে । আউশ উৎপাদনে জমি তৈরি/ কাদাকরণ এবং পরবর্তী ২- ৩টি সেচ বাবদ একর প্রতি ১০০০. ০০ টাকা হিসাবে ৬০ হাজার একর জমিতে মোট ৬০০. ০০ লক্ষ (০৬ কোটি) টাকা প্রয়োজন হবে।

বর্ণিতাবস্থায়, সেচ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ এর অনুকূলে কৃষি মন্ত্রণালয়ের চলতি ২০১৯- ২০ অর্থবছরের সংশোধিত পরিচালন বাজেটে ১৪৩০১০১- ১২০০০০৬১৫- ৩৫১১১০১ কৃষি ভর্তুকি খাতে বরাদ্দকৃত ৮০০০. ০০ কোটি টাকা হতে ৬০০. ০০ লক্ষ (ছয় কোটি) টাকা ছাড় মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হলো। এ প্রণোদনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ১৯/০৫/২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত নীতিমালা/পদ্ধতি এর আওতায় যাবতীয় আর্থিক বিধিবিধান এবং নিম্নলিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে অনুসরণ করবেন। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশ এ মন্ত্রণালয়ের প্রতিস্বাক্ষরিত বিলের মাধ্যমে ছাড়কৃত অর্থ উত্তোলন করতে পারবেন।

শর্তাবলী:

১. খরিপ- ১/ ২০১৯- ২০ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রণোদনা কর্মসূচি ক্ষেত্রে এ অর্থ ব্যয় করা হবে তা চলমান "কৃষি পূনর্বাসন মঞ্জুরি" কার্যক্রমের সাথে এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি/চলমান অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা পরিহার নিশ্চিত করতে হবে এবং পরবর্তী প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন প্রদান করতে হবে;

২. কৃষি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯/০৫/২০২০ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত খরিপ- ১/ ২০১৯- ২০ মৌসুমে আউশ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রণোদনা কর্মসূচি'র বাস্তবায়ন নীতিমালা/পদ্ধতি"(সংযুক্ত) এর আলোকে এ প্রণোদনা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;

৩. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে PPA 2006 এবং PPR 2008 অনুসরণসহ যাবতীয় আর্থিক বিধি- বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে হবে।

৪. ছাড়কৃত অর্থের অব্যয়িত অংশ ৩০শে জুন' ২০২০ এর মধ্যে অবশ্যই সরকারি কোষাগারে জমা/সমর্পণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কোডে সমন্বয় করতে হবে;

৫. ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে কোন অনিয়ম হলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকবে।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপসচিব
ফোন : ৯৫৪৫০৮১
ই- মেইল : moabudget@yahoo.com

সদয় জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ

১. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন, ৪৯- ৫১, মতিঝিল দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা।
৩. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. প্রোগামার, কৃষি মন্ত্রণালয়, ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য।
৬. হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা ।

মোঃ আমিরুল ইসলাম
উপসচিব